W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 47 /WBHRC/SMC/2018

Dated: 30. 05. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the ' Dainik Statesman,' a Bengali daily dated 30.05.2018, the news item is captioned ' ট্যারেন্টুলা ও নিপা ভাইরাস আতঙ্কে কাঁপছে জেলা"

Director of Health Services, West Bengal is directed to enquire into the matter and to submit a report by 10th July, 2018.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

ট্যারেন্টুলা ও নিপা ভাইরাস আতঙ্কে কাঁপছে জেলা

খায়রুল আনাম

আতঙ্কের রেশ কোনওভাবে একবার ছড়িয়ে পড়লে, তা পেঁজা তুলোর মতো ভেসে বেড়ায়। প্রশাসনিক নির্দেশ বা ভরসা, বৈজ্ঞানিক যুক্তি সবই তখন নিরর্থক হয়ে যায়। আতঙ্কের করাল গ্রাসই তখন গ্রাস করে মানুষের মনকে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও ব্যাখ্যা সবই নিরর্থক সাধারণের কাছে। ট্যারেন্টুলা বিষ মাকড়সা আর নিপা ভাইরাস আতঙ্কে এখন কাঁপছে জেলা বীরভূম। জেলা স্বাস্থ্য দফতর এ বিষয়ে যথাযথ ভূমিকা নিয়ে নামতে না পারার কারণে এই আতঙ্ক এখন জেলাময় পেঁজা তুলোর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে।

এই ঘটনার সূত্রপাত হয় রবিবার ২৭ মে মহম্মদবাজারের ডেউচা গ্রামের এক ব্যবসায়ীর গুদামের ভিতরে লোমশ পা-ওলা একটি মাকড়সা দেখতে পাওয়ার পর থেকেই। ওই ব্যবসায়ী অনিমেষ দত্ত জানিয়েছেন যে, সকালে দোকানের এক কর্মী গুদামঘরে গিয়ে লোমশ পা-ওলা মাকড়সাটি দেখতে পেয়ে তাঁকে খবর দেয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি জানান পুলিশকে।

খবর পেয়ে দুই সিভিক ভলান্টিয়ার্স এসে মোবাইল ফোনে মাকড়সাটির ছবি তুলে, সেটিকে একটি প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেন সামনের রানিগঞ্জ মোড়গ্রাম ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। নিমেষে জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে চলাচল করা লরির চাকায় প্যাকেট সহ পিষ্ট হয়ে মারা যায় মাকড়সাটি। এ নিয়ে স্থানীয় মানুষের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যে, লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মাকড়সা মারা যাওয়ার ফলে লরির চাকার মাধ্যমে যতদূর পর্যন্ত মাকড়সাটির লালা গিয়েছে ততদূর পর্যন্ত ট্যারেন্টুলার বিষ ছড়িয়ে পড়েছে। যার ফলে ওই সড়কপথে চলাচল করা মানুষজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। যদিও জেলা কৃষি দফতরের আধিকারিক তথা পতঙ্গবিদ সুখেন্দুবিকাশ সাহা সিভিক ভলান্টিয়ার্সের মোবাইলে তোলা ছবি দেখে বলেছেন, মাকড়সাটি লোমশ হলেও সেটি ট্যারেন্টুলা নয়। জেলা বন দফতরের আধিকারিক বিজনকুমার নাগ জানিয়েছেন, মাকড়সাটিকে না মেরে বন দফতরকে খবর দিলে ভালো হত। প্রয়োজন হলে তাঁর দফতর এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে প্রচার চালাবে। কিন্তু সরকারি দফতর সচেতনতা বাড়াতে কবে প্রচারে নামবে, তার জন্য আতঙ্ক তো আর থেমে নেই। তা উড়ছে পেঁজা তুলোর মতোই।

ট্যারেন্টুলার মতো নিপা ভাইরাস আতঙ্কও ছড়িয়েছে জেলায় বেশ কয়েকটি এলাকায়। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বার্তা পাঠিয়ে জেলা স্বাস্থ্য দফতরকে নিপা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। রামপুরহাটের কুসুম্বা গ্রামে কয়েকজন জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায়, নিপা ভাইরাস আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। এই গ্রামের দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কয়েক রাত জ্বরে আক্রান্ত হন। তিনি নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। যদিও চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁর রক্ত পরীক্ষায় ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া যায়নি। তবে নিপা ভাইরাসের আতঙ্ক বেশি ছড়িয়েছে তারাপীঠ এলাকার নিত্যানন্দের জন্মভূমি বীরচন্দ্রপুরে। স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে ওই এলাকার স্বাস্থ্যকর্মীদের এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। নিপা ভাইরাস ছড়ানোর ক্ষেত্রে বাদুড়ের ভূমিকাকে সহবচেয়ে বড় করে দেখা হচ্ছে। কুসুম্বা গ্রামে যেমন অজস্র বাদুড়ের বাস, তেমনই বাদুড়ের প্রাধান্য রয়েছে এখানকার বীরচন্দ্রপুর গ্রামে। বীরচন্দ্রপুর এলাকা ভক্তপ্রাণ বৈষ্ণব এলাকা হিসেবে পরিচিত। তারাপীঠে যেসব ভক্তপ্রাণ মানুষজন আসেন, তাঁরা বীরচন্দ্রপুরেও যান। ময়ূরেশ্বর ও তারাপীঠের মাঝের বীরচন্দ্রপুর ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থান হিসেবে চিহ্নিত। মহাপ্রভু নিমাইয়ের সহচর নিত্যানন্দের জন্মভূমি একচক্র ধাম হিসেবেই পরিচিত বীরচন্দ্রপুর। এখানে নিতাই বাড়ি, ইস্কন মন্দির, জগন্নাথ মন্দির সহ ছোটবড় একাধিক মন্দির রয়েছে। এখানকার গাছে গাছে হেটমুণ্ড হয়ে হাজারে হাজারে বাদুড়কে ঝুলে থাকতে দেখা যায়। নিশাচর এই স্তন্যপায়ী প্রাণীটিকে কিছু মানুষ জাল দিয়ে ধরে তার মাংস রান্না করে খান। রোগ থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই বাদুড়ের হাড়কে সুতোয় বেঁধে কোমরে ধারণ করেন।

এই বাদুড় নিয়ে এলাকার মানুষ এমনিতেই আতঙ্কিত থাকেন, তার উপরে নিপা ভাইরাসের বাহক হিসেবে বাদুড়ের নাম উঠে আসায় এখানকার মানুষ চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। নিশাচর বাদুড়ের অত্যাচারে এমনিতেই কোনও গাছে আম, পেয়ারা, কদম, কলা, সবেদা থাকে না। বাদুড়ের এঁটো ফল এলাকার মানুষ খানও না। কিন্তু নিপা ভাইরাসের বিষয়টি সামনে আসার পর এই সব ফল এখন আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে। এখানকার ইস্কন মন্দিরের পাশের তিনটি তেঁতুল গাছ, অর্জুন গাছ ও বাঁশবনে যে হাজারে হাজারে বাদুড়ের বাস, তা নিয়ে এতদিন পর্যন্ত মানুষ কিছুটা বিরক্ত হলেও, আতঙ্ক ছড়ায়নি কখনও। কিন্তু এবার আতঙ্কই গ্রাস করেছে এলাকার মানুষকে। তাই জেলা স্বাস্থ্য দফতরের উপরে ভরসা না করে, এলাকার মানুষই বাদুড় ও নিপা ভাইরাস নিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে এলাকায় 'বিজ্ঞপ্তি' আকারে পোস্টার টাঙিয়েছেন।